প্রকাশক
প্রফুল্ল দত্ত
৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশকাল : ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
দেব প্রিন্টার্স
৭/এ প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ :
কমল মুখার্জি
৭/এ প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা-৭০০০১২

এই ট্রিলজি কাব্যের জন্মকথা

১ম কাব্য :

'মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল কৈলাসে যেখানে তার প্রেমিকা শোকাহত, ছিন্নলতিকা। কিন্তু, আমি'ত জানতাম না আমার প্রেম কোথায়? কোথায় আমার প্রেমিকা? মেঘকে কী সংবাদ দেব, কোথায় সে যাবে? নিরুদ্দেশে?

মন আমার নিরুদ্দেশে যাত্রা করতো বার বার। তেপান্তরের মাঠে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত। তার দোসর খুঁজতো। একক নিঃসঙ্গ জীবন জগৎ সংসারে ছিল জমাট তুষারপিণ্ডের মতো, কিংবা পর্বত শিখরের মতো। গোঁ ধরে বসেছিল মন, জীবনের সব হাসি কান্না আনন্দ বেদনা জমা থাকবে তারই জন্যে। তার পরশ পেলেই তুষার পিণ্ড বিগলিত হবে, ঝরণা ধারা হয়ে ছুটবে; তার হৃদয়ের স্পর্শ পেলেই নায়েগ্রার অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে, অশ্রুধারা ঝরাবে আষাঢ়ের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার মতো। দু'দুটো যুগ তার জন্যে কাটিয়েছি শবরীর প্রতীক্ষায় কখন রামের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পাবে আমার পাষাণ হৃদয়। সারাটা যৌবন কাটিয়েছি জগৎ সংসারে একগুঁয়ে অমিশুকে, বদমেজাজী বেমানান হয়ে। জীবনের যেটা আনন্দের দিক, উচ্ছ্বলতার দিক সেটা ছিল চাঁদের ওপিঠের মতো। আশৈশব মাতৃহারা—নারীর স্নেহ প্রেম বঞ্চিত, পরিণত বয়সে মেয়েদের সান্নিধ্যে আসব—প্রেম প্রীতি ভালবাসার জোয়ারে ভাসব—হয়ে ওঠেনি। আমি যে একটি মেয়ের জন্যই সংরক্ষিত ছিলাম। সে এসে হাত ধরে জীবনের রঙ্গমঞ্চে নিয়ে যাবে আমাকে, তবেই'ত অভিনয় করব। সবার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, অভিনয়টা শিখিয়ে দেবে তবেই'ত। সে যে রক্ত করবীর নন্দিনী।

যাক্, কয়েক বছর আগে মেঘলোক দার্জিলিংএ গিয়েছিলাম। শুধু শহরেই নয়, কুমারী মেয়ের মতো সুন্দর উপত্যকাগুলোতেও। মুগ্ধ হয়েছিলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, নারীর রূপে। সর্বক্ষণের সঙ্গী মেঘ দিয়েছিল হাত ছানি। মনে পড়েছিল মেঘদূতের কথা। দার্জিলিং'এর মেঘমালাকে বলেছিলাম আমার মানসীর সন্ধান এনে দিতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নারী রূপ বর্ণনা এবং মেঘবন্দনাই প্রথম কাব্য 'মেঘলোকে'র উৎস।

মেঘ অবশ্য নিরাশ করেনি। কিছু দিনের মধ্যেই খোঁজ দিয়েছিল মানসীর। প্রথম দর্শনেই প্রেম। আমিও ভালবাসতে পারি? এ কী করে সম্ভব? পাষাণও বিগলিত হয়! কিন্তু, দুটো মনের কথা বলব, তাকে একটু কাছে পেলাম না। কাছে যে কী করে টানতে হয় তাও জানিনা। নীরব প্রেমের প্রকাশ যন্ত্রণা থেকেই দ্বিতীয় কাব্য 'আজি হৃদয় রাঙ্গা'র সৃষ্টি। এ গ্রন্থের সবকটি কবিতা একজনকে লক্ষ্য করেই। 'নাম জানা, অথচ প্রকাশ করা যায় না' এরকম মেয়েটিই এ কাব্যের নায়িকা। যার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সে কি আদৌ কবিতাগুলো পড়বে?

তৃতীয় কাব্য :

আমি জানিনা মেয়েটির সঙ্গে আমার মিলন ঘটবে কিনা। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। আশা করি তৃতীয় কাব্য হবে আমার আর তার মিলন গাঁথা। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা পাথেয় রইলো। তার আগমন ঘটুক জীবনে, ফুলে ফলে ভরে উঠুক আমার এ রুক্ষ অনুর্বর জীবন। অবশ্য, অতোটা আশা করিনা। আমি'ত পৃথিবীকে দিয়ে যেতেই এসেছি। কিছু'ত পেতে আসিনি।

পূর্ববর্তী কাব্য গ্রন্থ :

১। তমোরি

২। মেঘলোকে (দার্জিলিং ভ্রমন)

উৎসর্গঃ

নাম জানা, অথচ প্রকাশ করা যায় না—
এমন একটি মেয়েকে ঃ

চিরটা কাল তুমি মম হৃদয়েতে রবে।
চিরকাল হৃদয়ে মোর মাথা রেখে শোবে।
হৃদয়ে এক 'তুমি' চিন্তা ছাড়া অন্য না রবে,
তুমি ছাড়া অন্য কেউ, অন্য কিছু হৃদয় না শোভে
চিরটা কাল আমি যে একাই রব,
তোমারই মনে যদি পারি একটু শোব,
তোমারই ছন্দ তুলে তোমারই গান গাব।
এ প্রেমগীতি মালঞ্চখানি সদা রবে মোর সনে,
সদা বিশ্রামে পড়িব তাহা আনন্দিত মনে।
তোমায় দিলাম এমালঞ্চখানি উপহার
যদি পার একটু উল্টে যেও অলক্ষ্যে সবার।
মোর একক নিঃসঙ্গ জীবনে দিও এটুকু স্থান,
দিতে নাইবা যদি পার হৃদয়ের অন্য কোন দান।
ঘর সংসার নিয়ে সুখী হও, এ মোর একমাত্র বাসনা,
হে মোর সারা অন্তরের সারা জীবনের একমাত্র কামনা !

সূচীপত্র

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে

প্রাথমিক স্তরে 'এলিয়ট' এবং 'ম্যালার্মে'
এবং তাঁর শিষ্য এজরা পাউন্ডের প্রাধান্য—
কবিতা মানেই সূক্ষ্মানুভূতির সংযোজন।
সাধারণ লোক প্রেমে পড়ে, স্পিনোজা পড়ে—
কিন্তু জানে না দুটো অভিজ্ঞতা
একই সূত্রে গাঁথা ; অথবা টাইপরাইটারের শব্দ
এবং রান্না ঘর থেকে ভেসে আসা রসনাসিক্ত করা গন্ধ
এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
কিন্তু, কবিরা এই সব কিছু দিয়েই গড়েন কবিতা কাব্য ;
সব ধারা মিশে হয় একটা স্রোত—ইউনিফায়েড সেনসিবিলিটি।
কবিতা মানে বুদ্ধিদৃপ্ত উপমাগুচ্ছের সহজ সাবলীল প্রয়োগ
—অবজেক্টিভ করেল্যাটিভ,
ছন্দ, রীতি এবং ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস নিবৃত্তি।

ডোনাল্ড ডেভি ও ফ্র্যাংক কারমোড পাল্লা লড়লেন
অবজেকটিভ করেল্যাটিভের সঙ্গে,
ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস যেন বীজগণিতের সমীকরণ,
সঙ্গীতের সুর সমতান

—কাব্যিক গ্রথনের হাতিয়ার।
সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের
ভাষা প্রয়োগের প্রধান অস্ত্র ছিল
গ্রথিত ভাষার সমতান
কারণ, তারা কামনা করতেন
পাঠকের সান্নিধ্য।

কিন্তু, বিংশ শতাব্দীতে পা দিতে না দিতেই
দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করলেন চতুর্দিকে—

গ্রন্থীহীন ভাষা আর দুর্বোধ্য উপমার মালা,
পাঠকেরা বুঝবে'ত বিশেষ পাঠ নিতে হবে।
আসলে বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক কবিরা,
সুর ছন্দ বিন্যাসহীন কবিরা, আগোছালো স্বভাবের কবিরা
শক্ত সবল স্নায়ুহীন, সচেতন বুদ্ধিদৃপ্ত মানসিকতায়
স্ব স্ব কাজকর্মে এবং আদর্শে চেতনায় আস্থাহীন।
উপমা সর্বস্ব এঁরা ভুলে গেলেন উপমার গাঁটের
চেয়েও বেশী অর্থবহ
ধারণাশক্তির সহজ সাবলীল ললিত প্রকাশ,
এবং উপমার চেয়েও বেশী কার্যকর বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশ ভঙ্গি।
ড্যাভি বললেন : বক্তা এবং শ্রোতা,
লেখক এবং পাঠকের মধ্যে চাই কৃত্রিম ব্যবধান হ্রাস,
কবিতা হোক সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া—
পাঠকের ভাষাতেই লেখা হোক কবিতা।
অতীতের ছন্দরীতি ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস
নিজের কথা পাঠকের বোধগম্য করে তোলার জন্যই,
পাঠকের সঙ্গে হৃদ্যতা জমাবার সোপান।

ফ্র্যাংক কারমোড বললেন—সার্থক কবিতা মাত্রই
কতকগুলো উপমাগুচ্ছের অনুরণন মাত্র নয়,
সুর ছন্দ লয় তান সমৃদ্ধ কবিতাই সার্থক—
মহৎ কবিতা লেখা হয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায়।
কিন্তু, এখনকার কবিতা যেন স্নানাগারে সুরহীন সঙ্গীত।

প্রতীক সর্বস্ব পদ্য রচয়িতারা বলেছিলেন—
বিষয়বস্তু দাসত্ব করবে না রীতির এবং ছন্দের।
তরতরিয়ে চলবে আপন মনে যেন স্রোতস্বীনীর উদ্দাম ধারা।
ছান্দিক ছাঁচ চলবে বিষয় বস্তু মনের ভাব ব্যঞ্জনার তাগিদে,
তা হবে অনির্দিষ্ট এবং পরিকল্পনাহীন।
কিন্তু, প্রচলিত রীতির বেড়া ডিঙ্গিয়ে যেতে চাই প্রতিভা
সাধারণ সখের কবিদের হাতে যা হবে ছেলে খেলা।

টি-এস-এলিয়টের মুক্ত ছন্দ দুরন্ত বাধাহীন হয়েও
ঐতিহ্য শৃঙ্খলে বাঁধা। তার কবিতায় রয়েছে
অন্তঃ সলিলার মতো দু'অক্ষরের ছন্দ—
পাঠকের অন্তরে জাগবেই একটা ছন্দোময় অনুভূতি।
'ফোর কোয়ার্টেটস' মনে করিয়ে দেয়
এই কথাটাই—কবির ভাব ভাবনা ব্যঞ্জনা
প্রথা বিরোধী মুক্ত স্বাধীন ছন্দাশ্রিত হয়েও
একটা নতুন শৃঙ্খলা এবং ছন্দে বাঁধা।
স্বাধীনতা পেয়েই সৃষ্টি ক্ষমতাহীন সাধারণ
মধ্যবিত্তের হাতে পদ্যের নামে গদ্যের পশরা তাই আজ,
কবিদের হাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার।
যুদ্ধোত্তর যুগের সচেতন কবিরা তাই
ঐতিহ্যপন্থী, ছন্দোময় পদ্য রচনায় নিবিষ্টচিত্ত,
মুক্ত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা পছন্দ হলেও ঐতিহ্য ঘেঁষা।

তাঁদের কাব্যে উপমা এবং প্রতীকের ছড়াছড়ি
তবুও তাঁরা যা বলেন সোজাসুজি হৃদয়গ্রাহী অর্থবহ,
তাঁরা চান না উলু বনে মুক্তো ছড়াতে।
তাঁদের কবিতা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়,
'রোমান্টিকস'দের মতো পাঠক-হৃদয়ে হৃদয়ের সাড়া জাগায়।

উনিশ'শ পঞ্চাশের উত্তরা পৃথিবী আরও
বেশী জটিল, আরও বেশী শঙ্কাতুর, আরও বেশী হিংস্র,
নিরাশা হতাশায় আকণ্ঠ-মগ্ন, পারমাণবিক-যুদ্ধ-আতঙ্ক গ্রস্থ !
তবুও 'থম্ গান', 'ফিলিপ লারকিন' এবং 'আর এস থমাস'
প্রমুখ কবিরা মৃত্যুঞ্জয়ী, আশাবাদী জীবন-প্রেমিক।
এই উচ্ছৃঙ্খল পৃথিবীতে মানব সমাজে
শৃঙ্খলা ছন্দ লয় প্রতিষ্ঠার সাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন।
আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এঁদের উত্তরসূরী,
ছন্দে ছন্দে রচিতে চাই জীবনের জয়গান ;
পৃথিবীতে আনিতে চাহি অমর্ত্য লোকের অমর বারতা :

পেলাম মানসীর সন্ধান

হে মানসী, আমার মানসী !
পরশ পাথরের ক্ষ্যাপার মতো খুঁজেছি
ভু-ভারত—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।
শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যেই ভেবেছি
তুমি এলোকের নও, পরলোকের—
একদা হঠাৎ, হে জ্ঞান-তাপসী
তোমার দেখা পেলাম।

কল্পনার মানসী, হৃদয় মন্থনজাত মানসী,
সশরীরে তোমায় মূর্তিমতী দেখলাম।
হৃদয় মনের প্রতি কোষে কোষে সাড়া জাগালামঃ—
পেয়েছি, পেয়েছি, আমরা পেয়ে গেছি
পরশ পাথরের মতো যাঁকে খুঁজেছি !

কিন্তু, পেলাম না কোন সাড়া।
হয়তো চিনতেই পারলে না বুক ভরা
ভালবাসা যে রেখেছে তোমারই তরে, তাকে।

না চেন, না চেন,
আমি 'ত চিনেছি তোমাকে।
হে মানসী, আমার মানসী,
বুক ভেঙ্গে গেছে, বাঁধ ভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাস
সম ভালবাসা মম
ভাসিয়ে নেবে কি তোমাকে ?
না, ব্যাঘাত ঘটাব না তব সুখে,
তাই সংযত রেখেছি নিজেকে।

দাঁড়ের পাখী

তোমার সংসারে পাব না অধিকার
জানি।
চাইও না। চাওয়াটা উচিতও নয়, একথাটা
মানি।
আমার অভিশপ্ত জীবনে জড়িয়ে নেব না তোমাকে
মণি,
আমার চোখের মণি, আমার নিঃসঙ্গ হৃদয় ফণির
মণি!
আমি চিল. ও আকাশটাই আমার আনন্দের
খনি।
ও আকাশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে একদা
জানি
ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যাব। আমাকে নেবে কি
টানি—
না না, তোমার অন্তরে নয়। বাইরে রেখেছ দাঁড়
খানি
তাতেই একটু বসব। ভাঁড়ে দেবে জল একটু
খানি,
মৃৎপাত্রে দেবে ছোলা শস্য দানা ঘর থেকে
আনি
এবং অবসন্ন দেহে বুলিয়ে দেবে হাত আঁচলটা
টানি।
এটুকু পাব ত, আমার নিঃসঙ্গ হৃদয় ফণির
মণি?
আমি দাঁড়ে বসব, উড়ে যাব, দাঁড়ে বসব, উড়ে যাব
আমি।
শুধু চাই একটু জল, কিছু শস্যদানা আর হস্ত
খানি—
দেবার মতো আর যে কেউ নেই, এমন শূন্য জীবন
দাণী।

আমার প্রাণ, তোমার দান

না না না সখি, তোমায় জড়াব না
নিজের সাথে,
না না না সখি, তোমায় তুলিব না
নিজের রথে।
তুমি থাক চাঁদের মতো
দূর আকাশেতে
আমি চেয়ে চেয়ে গড়িব মূর্তি
কতো কল্পনাতে।
তুমি থাক যিনি তব মনের মানুষ
তারই সাথে।
কপোত কপোতী সম বিহার করিবে
যবে রাতে
রইব আমি সতর্ক প্রহরায়
কেউ যাতে
তোমাদের সুখ নিদ্রা না ভাঙ্গায়।
পর প্রাতে
দেখি যাতে প্রেমসিক্ত সতেজ গোলাপ—
আজ যাতে
নিতে পারি প্রেমের আধার
তোমা হতে
কিছু নির্যাস, বিলিয়ে দিতে
রুক্ষ প্রেমহীন প্রাণে,
ধন্য হোক এ ধরা, মোর প্রাণ,
তোমার দানে।

মাভৈঃ

একটু ভয় হয়তো পাচ্ছ,—
একটু প্রশ্রয় যদি দাও
তোমায় আমি জবর দখল করব।
প্রেমের থেকে ছিনিয়ে নেব,
সুখ থেকে বঞ্চিত করব,
ভোগ করব,
মাংসপিন্ড দেব
খেচরকে খেতে।

এতো স্বার্থপর ভেবো না।
যে কেন্দ্র বিন্দুতে আছো
সেখানেই থাকবে,
একটুও নড়চড় হবে না।
তোমার গায়ে আমার নখের
একটু আঁচরও লাগবে না।
হে আমার পুষ্পিত শুভ্র কুসুম,
তোমাকে আমি শুঁকব না,
ঘর সাজাব না,
পকেটের শোভাও না।

তুমি যে আমার পুজার ফুল
বিধাতার পায়ে রাখব
হৃদয়ের সর্ব আবেগে মথিত করে!
ওগো আমার প্রথম প্রেম
শেষ প্রেম,
ওখানেই শুধু তোমাকে মানায়।

স্বপ্ন দেখে না

আমার মন আর স্বপ্ন দেখে না
তাই আমার মনে তোমার তরে
বাসর সাজে না।
ফুল সাজে সাজিয়ে ফুল জলসায়
বরণ করবে কভু প্রগাঢ় আশায়
এ স্বপ্ন দেখে না।

সে বরং তোমায় ভাবে
তীর্থক্ষেত্র এলাহাবাত,
হরদুয়ার, কেদারবদ্রী অমরনাথ—
যেথায় গিয়ে একটু প্রাণ জুড়াবে,
একটু শান্তি পুণ্যে মন প্রাণে ছড়াবে—
ব্যথা ঝরাবার মতো থাকে যদি
ঝরাবে কিছু ঝরাবে—
বসন্তে ঝরা পাতা।
আবার নতুন সাজে সেজে
আপন পথে চলবে সে যে
আনন্দেরই পথে পথে
রূপ রস গন্ধে মেতে।

স্বপ্ন রঙিন

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি
সেদিনই ভাবি এই'ত মম সখি—
তাকে হারিয়েছিলাম এ জন্মের আগে,
তাকে খুঁজিতেছি আসা মাত্র ভবে।

আজ প্রাণ জাগে
নবপ্রভাতে নবারুণ রাগে ;
প্রভাতী বিহগ গানে
জেগেছিল মোর প্রাণ,
নব ফুল শোভা
সুজেছিল মনে।

চিনেছে হৃদয় তার অমূল্য রতনে,
বরণ ডালা সাজিয়ে পরম যতনে
রেখেছে তারে বরণ করিবে বলে।

এ আয়োজন কি সবই যাবে জলে—
তুমি যে আসিবে বলে
কথা দাওনি কখনো কোনদিন
আমি শুধু একাই দেখি স্বপ্ন রঙিন।

তুমি কতো সুন্দর

না, তোমাকে ভালবাসার অধিকার
তুমি কেড়ে নিতে পার না।
সন্ধান যখন পেয়েছি ভালবাসার
গভীরতম অনুভূতি পেয়েছি যখন ভালবাসার
তুমি তা কী করে কেড়ে নিতে পার ?

আমাকে না হয় তোমার অন্তর নাই দিলে
আমার এ প্রথম, এ শেষ প্রেম
স্বীকৃতি না হয় নাই পেলে,
আমার এ প্রথম এ শেষ প্রেম
মিথ্যে হবে কি তাই বলে ?

এযে অপার্থিব অনুভূতি, স্বর্গীয় বিভূতি
আকুলকরা পাগলপারা প্রেমাকুতি—
এবোধটুকু হতো কি
তোমায় যদি নাই দেখতাম,
হৃদয় পেখম মেলতো কি
যদি ভাল নাই বাসতাম ?

নারী এতো সুন্দর, এতো মধুর, এতো পবিত্র
তোমায় ভাল না বাসলে কভু কি বুঝতাম ?

চয়ন

ফুল তুলিব বলে
ভ্রমেছি বনে বনে
মন মতো পাইনি বলে
কাওকে তুলিনি মনে।
কোন ফুলের আছে শোভা
নেইক সুবাস,
কোন ফুলের সুবাস আছে
নেই রূপোল্লাস।
কোন ফুলের দুটিই আছে
শুধু নেই মন,
মনের ভিখারি আমি
করিনি বরণ।
কোন ফুলের সবই আছে
ভাবিনি আপন
তাই তারে হৃদয় কোণে
করিনি স্থাপন।
আজি যে সে ফুলের
পেয়েছি সন্ধান,
সে যে মোর হৃদয় মূলে
দিয়েছে জোর টান।
কি করে তুলিব তারে
বুঝিতে পারিনে মনে,
মন তারে ঘিরিয়া রাখে
ভোমরার গুনগুনে।
মন ভোমরা ভয় পায়
যদি পাছে ব্যথা পায়,
যদি অন্য কারেও দিয়ে দেয় মনে
বিচ্ছেদ যদি ঘটে যায় তার সনে।

ধরাকে দেব

তুমি সুখে থাক।
তোমার মুখখানা যেন হাসি হাসি থাকে
চাঁদের মতো স্নিগ্ধ রূপ তোমার ;
ওরূপ যেন জোছনার হাসি মাখে।
ও মুখ ও হাসি কোকিল কালো মেঘে
ঢাকা মনাকাশে ঝিলিক তোলে বার বার,
আমার হৃদয় বিজলীর হাসি হাসে
যখনই ভাবে ও মুখ ও হাসি তোমার।
আমাকে একটু দেখতে দিও
ও হাসি, ও মুখ—
ওখানেই বেঁধেছে বাসা
বিশ্বের যতো শান্তি, যতো সুখ।
প্রকৃতির যতো রূপ রস গন্ধ
রূপ পেয়েছে তোমার ও মুখে
ও মুখ হাসিতে,
আমি তাই প্রকৃতিরে দেখি
তব মুখ আরশিতে।
পৃথিবীর যতো মণি মুকতো ছেড়ে
আমি ও মুখ, ও মুখহাসি নেব,
ও হাসিতে হৃদয় সাজিয়ে নিয়ে
বিমলানন্দ ধরাকে দেব।

তুমি একটি স্তব

বাসে ট্রেনে ট্রামে যেখানে দাঁড়াই
একা হয়ে যাই।
শুধু তুমি আর আমি।
আর কেহ নাই।

তব ভাবনায় এতো মত্ত থাকি
অন্য কোন খোঁজ নাইবা রাখি।
তুমি যে আমাকে বারে বারে বলো :
'এই শোন। শোননা। চলো,
কথা আছে।'

চমকে উঠি, বলি :
'তুমি ! বলো কী বলিবে বলো।
চলো এক নির্জন দ্বীপে চলো।'
তারপর কতো কী যে বলো,
আমি হা করে শুনি
মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনি
যেন স্বপ্ন দেখি, দিবা স্বপ্ন।
এক সময় স্বপ্ন হয় ভগ্ন।

এমনকি পথ চলতে চলতে
শুনি তোমার ডাক :—
এই পাচ্ছ কি শুনতে ?
চলো, চাই কিছু বলতে।
যেন যাদু আছে তোমার কণ্ঠে।
তোমার কথা শুনতে উদ্‌গ্রীব তাই,
আমি যে তখনই থমকে দাঁড়াই।

তুমিই যে আমার বন্ধু বান্ধবী, সবই।
সব রূপ রস গন্ধ নিয়ে পৃথিবী
তোমাতেই রূপ পেয়েছে।
'আনন্দ' আমার মনে এসেছে।
প্রতি কোষে কোষে ছন্দ।
রন্ধ্র পর্যন্ত খালি নাই।
আমি জনারণ্যে একা হয়ে যাই।

তোমার হাতে আমি মন্ত্র মুগ্ধ
—মুক্ত বুদ্ধ শুদ্ধ—
তোমাতে কী আনন্দ.
ভূমানন্দ !

তব আনন্দ লোকে হাত ধরে
বারে বারে নিয়ে চলো হে মোরে।
বাস্তব, কঠোর বাস্তব, রূঢ় বাস্তব—
হিংসা ঘৃণা বিতৃষ্ণা সব

মোর কাছে তোমার যাদুতে
যেন এক অতি পবিত্র স্তব !

অহল্যা

পাষাণ প্রতীমা ছিলাম।
তোমায় দেখে প্রাণ পেলাম।
পাষাণ জাগলো
আমি জাগলাম।

ভোরের পাখীর মতো গেয়ে উঠলাম গান
নির্জীব নিষ্প্রাণ পাষাণ ফিরে পেল প্রাণ।
এ পাথর ঘামা জলের ঝরণা ধারা কলতান
শুনিতে কি পাও? আমি যে গাই গান
হৃদয়ের স্তব্ধতা করি খান খান।

শুধু দরশনে হৃদয় উছল
মত্ত পাগল উদাস বিহ্বল।
যবে গঙ্গা বান সম উঠিয়া আসিবে বুকে
বক্ষ কি তখনো বক্ষ থাকিবে?

তব হৃদয় সায়রে বিলীন হয়ে যাব
শুধু তব ভাব ভালবাসা হয়ে রব,
আমি আর আমি নাহি রব
আমি যে তুমি হয়ে যাব।

সেদিন কি আসিবে কভু?
কবে? যবে হবে জীবন নিবু নিবু?
তাও ভালো—

সব দিয়ে সব নিয়ে
হবো ছোট্ট একটু আলো।

আর যাব না বনে

আনন্দিত মনে থাকি তব সনে
আর যাব না বনে।
উদাসী ছিল মন ছিলে না তখন
আমার মনের কোণে।

কভু যে আসিবে হৃদয়ে বসিবে
ভাবিনি। এতো দিনে
পেয়েছি খোঁজ যে ছিল নিঃখোজ,
আর যাবনা বনে।

তোমার জীবনে থাকিব তোমার কথা ভাবিব
পড়েছি বাঁধা বন্ধনে,
আর কিগো ছাড়া পাব, কি করে যে যাব
যেতে চাইলেও বনে।

মম হৃদয় যে তব হৃদয়ে সেজে
বসে আছে এক্ষণে,
নব বধূ সম দুঃখ নেইক মম
যাব নাক আর বনে।
সারাটা জীবন ধরে তোমার পরাণ হরে
থাকিব তোমার সনে।

নারী ও ঈশ্বর

একজন নারীকে ভালবাসা
ঈশ্বরকে ভালবাসার চেয়ে
কম কিসে বলতে পার ?
আমার মন মতো নারীর হৃদয়ে
বসে আছেন ঈশ্বর।

অরূপকে আমি বাঁধিতে চাহি
রূপের বাঁধনে,
সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী আমি
রূপের সাধনে
সদা মগ্ন থাকিতে চাই,
আমার প্রেয়সী আমার মাঝারে
অতি উল্লাসি রাই।

এতো রূপে এতো গন্ধে বর্ণে
বিধুর প্রকাশ বিশ্বমাঝে।
সেই সব রূপ গন্ধ বর্ণে
দেখি যে আমার নারীর সাজে।

রবাহূত

হয়তো আমি অনাহূত তোমার দ্বারে
আসন পেতে নাইবা দিলে আমায় বসিবারে।

জোড় হস্তে রহিব দাঁড়িয়ে তোমার আশায়
তব হাসিমাখা মুখ যদি আমারে হাসায়!

না, না না। ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই।
অন্দরে প্রবেশিতে আমি না চাই।
হেসে যে কইলে কথা
যথেষ্ট তাহাই।

আমন্ত্রিত মহামান্য অতিথি আমি নই
তাদের তুষ্টি সাধন পরে
কিছু যদি থাকেই পড়ে
তবে তারই তরে তোমার দ্বারে
আকুল হয়ে রই।

নিজ হস্তে হাস্য মুখে
কিঞ্চিৎ যাই দাও,
তাই যে নেব পরম সুখে
উচ্ছিষ্ট কিছু তাও।

এ নহে কোহিনূর

আমার প্রেম সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো,
অন্য ঠোঁটের পরশ লাগেনি তাতে।

কোহিনূর নহে যে মম প্রেম যাতে
হাজারো পরশের গ্লানি লাগিবে তাতে।

মম প্রেম, মম হৃদয় পান্না থেকে সদ্য তোলা
তাই দর্শনে লাগেনা কি হৃদয়ে তব দোলা!

রাখিয়াছি ওটা কতো সযত্নে সতর্ক প্রহরায়
শুধু তোমারই তরে যখের মতো প্রায়।

কতো জন সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছে তার প্রতি,
মেগেছে ভিক্ষে। না পেয়ে রুষ্ট অতি
দিয়েছে কতো অভিশাপ আমার—
বলেছে প্রস্তরিভূত হৃদে প্রাণ নাই।

সেই মম প্রেম আজি তোমারে দানিতে চাই
যার প্রেম তারেই পেয়েছি
মোর প্রেম তোমারে যে চায়।

আঃ, বাঁচলাম !

তুমি আমার হৃদয়টা হাতে
একটু উন্মুখ হয়ে যদি দেখতে
বলতাম, আঃ বাঁচলাম !

কাউকে যে দিয়েছি নিজেকে
কেউ যে নিয়েছে আমাকে—
বলতামঃ, আঃ বাঁচলাম !

আমার হৃদয়ে দেব না তব হৃদয় মাঝে
হয়তো অন্যটা রয়েছে সেথা নবীন সাজে।
শুধু বলি তব হৃদয় পরশ একটুখানি
ওকে দাও,
উড়িয়ে দাও।
দেখবে কী আনন্দে
উঠে যাচ্ছে নীলাম্বরে গতির ছন্দে।

তুমি একটা হৃদয়কে একটু পরশে
পাঠাতে পার ভূমার উদ্দেশে,
তুমি আমার হৃদয়টা হাতে নিয়ে
একটু উন্মুখ হয়ে
বলাতে পার আঃ বাঁচলাম।
সত্যি মুক্তি পেতাম,
হতো মোক্ষ লাভও।
আমার মন মতো নারীর হৃদয়
আমার কাছে ঈশ্বরও।

মৃতের দৃষ্টিতে তোমায় দেখি

নিবিড় করে দেহ মন এক করে
মৃতের মতো শূন্য দৃষ্টিতে ধরে
রাখতে চাই তোমাকে।
এ বিশ্ব সংসারে একমাত্র
যেন তুমিই আছো—
তুমিই শুধু নাচো
বিশ্ব জুড়ে।

আমি তোমায় দেখি
তোমার নাচ দেখি
বিধাতার সনে—
আর কেউ কোন কথা
থাকে না মোর মনে।

ছাপোষা রঙ চঙে
ফ্যাকাসে মেয়েগুলো
শরতের মেঘের মতো ঢঙে
ভাবে বুঝি তাকিয়ে থাকি
তাদেরই দিকে—

বলে, যেন গিলে খাবে
কী বিশ্রি ভাবে দেখে!
অথচ দৃষ্টি আমার দূরে
অনেক দূরে, অস্বচ্ছ ফিকে।
আমার চোখ শুধু তোমাকেই খোঁজে,
মনের মাঝে
শুধু তোমাকেই খোঁজে।

লোকে বলে

লোকে যে বলে আমি পারিনে
হাসিতে প্রাণ খুলিয়া,
ওদের বোঝাতে পারি না যে
ওটা রক্ষিত তোমার লাগিয়া।

লোকে যে বলে আমি পারিনা
কাঁদিতে দু'চোখ ভরিয়া,
ওদের বোঝাতে পারিনা
তাও রক্ষিত তোমার লাগিয়া।

লোকে যে বলে আমি পারি না
আনন্দ স্রোতে যেতে ভাসিয়া,
ওদের বোঝাতে পারিনা
আনন্দ সবি দিয়েছি রাখিয়া,
তোমারই তরে রেখেছি ধরিয়া
পরম যতনে হৃদয় সরসিতে,
চারিদিকে বাঁধ দিয়েছি বাঁধিয়া।

লোকে যে বলে আমি জানিনা
মিলিতে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া,
ওদের বোঝাতে পারিনা
সব মেশামেশি রেখেছি রুধিয়া
তুমি কভু যদি মোর হৃদে আসিয়া
হৃদয়ের দ্বার দাও খুলিয়া।
আমার হাসি, আমার কান্না,
আমার আনন্দ—হৃদয় বন্যা
সবই তোমার তরে আছে যে জমিয়া,

তুমি যদি আসিয়া হাত খানি ধরিয়া
রঙ্গমঞ্চে নাও মোরে তুলিয়া
তবে দেখিবে সবাই আসিয়া—
জলপ্রপাতের মতো যাই হাসিয়া,
আষাঢ়ের মতো যাই কাঁদিয়া,
ঝরণার মতো আনন্দ স্রোতে যাই ভাসিয়া,
আদিম বর্বরের মতো তাদেরই সনে যাই মিলিয়া।

কিন্তু, তুমি কোন দিন আসিয়া
রঙ্গমঞ্চে নেবে না মোরে তুলিয়া,
ওরাও জানিবে না কভু—
আমিও হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া
এ ধরাকে তুলিব পাগল করিয়া।

হয়তো চিরকাল যাব মরু রহিয়া,
দেব না শ্যামলীমায় নিজেরে ভরিয়া,
চিরটা কাল জমাট তুষার থাকিয়া
পৃথিবীর কাছে নিজেরে যাব ঋণী করিয়া।

বুঝেছ'ত অভিমানী

তুমি একটি আবেগ, একটি উচ্ছ্বাস
নও যেন কোন প্রাণী,
তোমাকে নিয়ে কী যে করি আমি !
অলস মুহূর্তগুলো দখল করে থাক,
তোমারই দখলে মম মনোভূমি।

তুমি যে কী প্রবল আবেগ,
বোঝাতে পারি না'ক,
আনন্দ ধারা ভেজায় বক্ষ ;
চোখ দিয়ে আসে নামি।

তোমাকে নিয়ে কী যে করি আমি !
পেয়েছি মহামূল্য ধন, আজ আমি ধনী।
কোথায় রাখি, কী করি, আজি সংকট মানি।

পাথরও ঘামে জানি,
কিন্তু আজি যে গলে গেছে হৃদয় পাথর খানি—
অস্তিত্বহীন আমি আজি শুধু তোমারেই জানি।

তুমি সাগর পানে আজি
হৃদয়ের ধারা ছোটে টানি
তোমারই সনে মিলে মিশে এক হবে জানি !

আমার সৃষ্টি শুধু তোমারই তরে,
বুঝেছ'ত অভিমানী !

বিজয়িনী

আশ্চর্য হয়ে ভাবি
তোমার কী যে ক্ষমতা !

এলে, তাকালে, জয় করলে,
কোথা পেলে এ মমতা ?

কতো মেয়ে আসে যায়
অগুন্তি পত্র পল্লবের মতো,
কেউ জয় করবে দূরে থাক
পারেনি দিতে টান টাও'ত।

তুমি যে আমার মনের ওপিঠ,
ডাহুকের ডাক শোনে ডাহুকী,
তুমি যে আমার মনের যন্ত্রী,
স্পর্শমাত্রই তুললে তানটি, কী
উল্লাসে বেজে গেল সব হৃদ্-তন্ত্রী !

তোমার ওমুখ হৃদয়ে আমার
আঁকা ছিল যে,
তুমি এলে, দেখা দিলে, বললে
'আমি' আমি যে গো, আমিই সে যে।'

বিরহী প্রাণে

তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
গান গেয়ে যায়
গান গেয়ে যায়
তাই শুনি আমি মহাসাধকের মতো
ব্যোম সঙ্গীত প্রায়।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সুর তুলে যায়
সুর তুলে যায়,
তাই দেব আমি হৃষ্ট চিত্তে মানব হৃদয়ে
তারা যে সুর পেতে চায়,
সুর পেতে চায়।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
নাচ করে যায়
নাচ করে যায় ;
এ বিশ্বের নরনারী সবে
ছন্দ তুলুক
ছন্দ তুলুক
এই আমি চাই, এই আমি চাই।
তুমি এনে দিলে নৃত্য ছন্দ গানে
আমারই বিরহী প্রাণে
আমারই বিরহী প্রাণে ;
কী করে শুধিব বলো
তব মহামূল্য দানে।
আমি যে গো ভেসে যাই
আমি ভেসে যাই
তব প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তের উচ্ছসিত বানে।

তোমার দান

সুমি, এ তোমার দান।
পাথরের বুকে করেছ চাষ
ফুটিয়েছ ফুল,
পাথরের বুকে জেগেছে প্রাণ,
সুমি, এ তোমারই দান
তোমারই দান।
আজ কতো মৌমাছি আসে
গুণ গুণ গুণ গানে,
তোমারই পুষ্পিত হৃদয়ে বসে,
তোমারই মধুর দানে
টানে তাদেরই টানে।
শুষ্ক নীরস পাথর হৃদয়
গলে গলে যায়,
শীতল বারিধারা ছোটে উচ্ছল উদাম
তৃষিত হৃদয় শান্তি পাবে বলে
মম হৃদয় তীর্থে আসে দলে দলে
অবিরাম।
সুমি, এ তোমারই দান।
এ হৃদয়, এ প্রাণ
তোমারই দান।
পাথরের বুকে গড়েছ বিশ্রামস্থল
অমৃত লোকের পথযাত্রীরা সবে গতিতে প্রবল
হেথা আসে—
চাহে মম অমৃত দান।
আমি দানি তাদেরই
তোমারই প্রাণ
সুমি, এ যে তোমারই দান,
তোমারই দান।

অমৃতানন

অমর্ত্য লোকের অমৃত দিয়ে তৈরি
তোমার আনন খানি,
ও আনন মম হৃদয়ে জাগায়
রিনি ঝিনি- রিনি ঝিনি।

আমি অমৃত তৃষিত সে আননে
চুমুকে চুমুক তুলি অমৃত পেতে
পথে যেতে যেতে, দাঁড়াতে দাঁড়াতে।

তোমার ঐ অমৃত মুখ খানি
রেখেছ হৃদয়ে আমার, রানী—
আমার হৃদয়ের রানী,
তাই, নিজেকে আজিকে ধন্য মানি।

আজি সদা সর্বদা আমি
অমৃত পানে ধন্য হই
সদা মসগুল রই,
জড় জগৎ নিষ্প্রাণ প্রাণে অমৃত পরশে
প্রাণশীল করি, ধন্য হই।

আজিকে আমি স্বর্গবিলাসী
হয়েছি অমৃত তনয়,
অমৃত দিয়ে তৈরী তোমারই
মুখ খানি মম হৃদয়ে যে রয়।

শুধু দিয়েই যেতে হয়

আমি উর্মিমুখর সমুদ্র
তুমি বালুকাবেলায় মাথা খুঁড়ে মরছি অবিরত,
তোমার হৃদয়ের দ্বার খোলা পাচ্ছি না।

দ্বার খুলে দাও
ভেতরে ঢুকেই অ্যান্টার্কটিকার মতো জমে যাব।
ভাসিয়ে নেব না তোমার কিছুই।

দার্জিলিং'এর মেঘমালার মতো
তোমার হৃদয় চূড়ায় একটু জিরোব—
আঃ, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম !
আমার একমাত্র আশ্রয় তোমার হৃদয়।

পরে আবার বেরোব কাজে
হেথা হোথা বৃষ্টি ঝরিয়ে
তোমার হৃদয়ের স্নিগ্ধ পরশ বিলোব পৃথিবীকে—
শুধু দিয়েই যেতে হয় যাকে—
আমার মতো পায়না কিছুই।

হৃদয় পটে আঁকা

আমি তুলি ধরিনি কোন দিন।
তবুও তোমার কী সুন্দর রূপ
হৃদয় পটে করেছি অঙ্কন
শুধু দিয়ে চন্দন।
এ যে কী বন্ধন !

তোমার একটা জীবন্ত রূপ এঁকেছি
হৃদয় পটে যা জ্বল্ জ্বল্ করে,
আকাশের বীজলীর মতো চোখে
ধাঁধা দিয়ে যায় বারে বারে।

তুমি বিশ্বাস হয়তো করবে না,
এ'ত আর দেখান যায় না—
আমার হৃদয়ের চাবিকাঠি
তোমার হাতে থাকলে,
খুললে দেখতে পেতে।

নেবে ?   নেবে না ?
এখনো সংশয় !
বুক চিরে দেখান গেলে দেখাতাম,
কিন্তু তা'ত সম্ভব নয়।

তোমার কাছে ঋণী

তোমার কাছে আমি ঋণী,
বলিব না সখী
তোমার কাছে কিছুই পাইনি।

তোমায় দেখার আগে
সুর ছন্দ ছিল না মনে।
আজি যে গো তাই জাগে
এ দীন প্রাণে।

তব অন্তরে তব হৃদয়ে
এতো সুর ছন্দ তান,
ভাবি যে আজি বিস্ময়ে,
মন রচে কতো কি যে গান।

তোমার কথা যতো ভাবি
মন তোলে কুহু তান
মন পটে তব ছবি দেখি
হৃদয়ে জাগে আনন্দ বান।

সৈকত নই

তুমি কি বলাতে চাও আমাকে
তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে
বলি বুক চিতিয়ে
ভালবাসি তোমাকে।

তুমি কি চাও
তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে
বলি বুক চিতিয়ে—
আমি চাই, চাই-ই তোমাকে,
নইলে বাঁচব না যে!

কিন্তু, আমার প্রেম'ত
অর্বাচীন বেলাভূমি নয়,
ওটা যে অনন্ত বারিধি
সদা শান্ত স্নিগ্ধ রয়।

আমার প্রেম হিমালয়ের মতো গম্ভীর,
ভূ-বক্ষ'ত কেন্দ্রে অশান্ত—
ওপরটা যদিও জড় স্থবির।

হ্যাঁ, বলতে পারতাম
যদি বয়েসটা হতো বেলাভূমির মতো,
হতো চপল চটুল অশান্ত
যেমনটি কাঁচা বয়সে হয়।

জিপ্সি

আমি যাযাবর, জিপসি হয়েই জন্ম,
বাঁধন শাসন ঘর সংসার নাই।
ঘুরে বেড়াই আপন খেয়ালে
হেথা হোথা সর্বদাই।

তব মনে সুশীতল ছায়াতলে
যদি একটু আশ্রয় পেতাম,
একগ্লাস সুশীতল জলে
শ্রান্ত শরীর জুড়াতাম।
মরুভূমিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
যদি খুঁজে পেতাম
একটু টুকরো মরুদ্যান—ছায়া, জল, কুহুতান
বিশ্রাম!

তুমি যদি দাঁড় হতে
কখনো একটু তাতে বসতাম—
ভাবতাম এ মেদিনীতে আমার তরে
আছে অন্ততঃ একটু ছায়া, একটু জল,
একটু বিশ্রাম।

বেশি কিছু চাইনে তোমা থেকে—
একটু ছায়া, একটু জল, একটু বিশ্রাম
এবং একটু আশা—
প্রচন্ড খরায় হালকা মেঘের আনা গোনা,
তোমার কাছ থেকে এটুকু পাব—
শুধু এটুকু ছিল বাসনা।

পাষাণের বুকে ফুল

তোমার মাঝে এমন কী আছে
যে আমার এ পাষাণ হৃদয় মাঝে
চিড় ধরালে !
এতদিন সবাই বলতো শুনতাম
আমি নিজেও ভাবতাম
আমি একটা পাষাণ ;
পাষাণের মতো কঠিন হৃদয় ।
ওটাতে আর কখনো যে চিড় ধরেনি,
আর কখনো যে বিগলিত হয়নি ।

তুমি অসাধ্য সাধন করলে হে রমণী,
তোমার মাঝে এমন কী আছে যে
পাষাণের মাঝে বহালে প্রেমের লাবণী ।

কোনদিন ভাবিনি, স্বপ্নেও ভাবিনি যে
আমার পাষাণ হৃদয়—প্রস্ফুটিত
হাসবে গোলাপের মতো—
তারই গন্ধে আমি এমন ভাব
এমন মুগ্ধ মোহিত চিত্ত পাব ।

মঞ্চের এক প্রান্তে

মঞ্চের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে
পর্দাটা একটু সরিয়ে
তোমাকে যে দেখতে ইচ্ছে করে !

সামনে বসাব তোমারে
করব তব অনিন্দ্য রূপ ধ্যান,
অমরাবতীর অমর ধারা বহাব
হৃদয়ে, আপ্লুত শান্তিতে গাব
অমৃত লোকের গান।

অধিকার টুকু পাব ?
তোমার কাছে নাহি চাব
রুষ্ট হও পাছে তাই ;
মঞ্চের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে
পর্দাটা একটু সরিয়ে
নিজেরে দেখিতে চাই।

হে প্রিয় 'দর্পণা', তোমাতে
যে নিজেরে দেখিতে পাই।

একটি মেয়েকে শুধু

আমি এ ধরায় এসেছিলাম
একটি মেয়েকে, শুধু একটি মেয়েকে
ভালবাসব তাই।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ'র ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলাম
একটি আশা, শুধু একটি মেয়েকেই
হৃদয়ে দেব ঠাঁই ;
তাকে ভাল বেসে বেসে নিজেকেই
যেন নিঃশেষ করে যাই।
শতো প্রলোভনে, শতো আলোড়নে
আমি রয়ে গেছি তাই
একটি মেয়ের পূর্ণ শশি,
যাকে দেব হৃদয়েতে ঠাঁই।

আশৈশব মাতৃহারা, ছিল না সহোদরা,
প্রেম প্রীতি তরে তাই
ছিলাম কাতর।
এসেছিলাম এ ধরায়
একটি মেয়েকে শুধু একটি মেয়েকে
ভাল বাসব তাই।

আজি যৌবন শেষে সেই সে মেয়েকে
পেলাম খুঁজে।
সে তাকেই শুধু মাত্র তাকেই হৃদয়েতে দেব
ঠাঁই।

মুক্তি পেলাম, মুক্তি পেয়েছি তারই মাঝে,
যদিও জানিনা তার হৃদয়ে
মম সুর বাজে কিনা হায়—
নাইবা বাজুক,
নিজেকে দিয়ে যাব নিঃশেষে
নাইবা হলো সে
মম হৃদয়ের একটি মাত্র ঠাঁই।

দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে

নারী, প্রেম ছাড়া কী দেবার মতো
তোমার কিছুই নেই ?
যে প্রেম রত্ন রেখেছ আলাদা করে
মনের মানব হৃদয় জ্বালাবেই,
আমি'ত সে রত্ন চাই না।
কোহিনুর আমি চাই না।

তুমি শুধু প্রেমিকা কারও ?
তুমি'ত বিনোদিনীও—
আনন্দিত সংসারও।

কতো সতর্কিত পা ফেলে ফেলে চল
সৌভাগ্য প্রতি ধূলিকণারও।

প্রতি দৃকপাতে পথপাশে ফোটে
কতো কি বিলোল কটাখ ফুল
তোমার চলনে পথ চুপি চুপি নাচে
কতো মনপাখী উড়িতে আকুল।

তুমি আমাকে কিছুই পারনা দিতে ?
পারনা আকুল হয়ে কথা বলতে ?
বলছি আমার জন্যে একটু ভাবতে—
বিশেষ করে ভাবতে।

জানব মনমতো আপন নারীর
হৃদয় রাজ্যের আমি অধিবাসী,
নিরালম্ব নিরাশ্রয় নই,
আকাশ জুড়ে উড়ে উড়ে যদি নীচে আসি
একটু অভয় আশ্রয় নিশ্চিত পাবই।

এটুক ভাবনার অবকাশ পারনা দিতে ?
প্রেম ছাড়া এটুকুও দেওয়ার মত নেই ?
অন্দর মহলে চাইছি না'ত প্রবেশিতে
দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে শুধু উঁকি দিয়েই
অপার শান্তি পাব,
তোমার নির্মেঘ মুখের সৌদামিনী প্রভায়
শুধু মনকে জ্বালিয়ে নেব।

ফুল্ল মনে

মম হৃদয়ে লেগেছে বাসন্তি বায়
প্রেমবৃক্ষে ফুটিছে ফুল ;
তব অদৃশ্য পরশে
যে ফুল ফোটে
দেব সেই ফুল তব পায়।

সাঙ্গ হোক মম প্রেম পূজা
হাল্কা হোক মানসিক বোঝা,
প্রেম ঝরিয়ে মুক্ত হবো আজ
বাড়ুক প্রেয়সী বাড়ুক সমাজ।

যা দেবার দেব নিঃশেষে
বিদায় নেব শেষে
হাল্কা মনে আনন্দ'র সনে ;
প্রণয়ীর বেশে প্রণয়ের শেষে
যাব নিজ দেশে ফুল্ল মনে।

তোমার তুলনা

তুমি আমার পাখীর পাখা,
গোলাপ-পাপড়ি দল,
তুমি আমার বৃক্ষ শাখা
জলজ প্রাণীর জল।
তুমি আমার শরীরের পোকা
শাখাবৃন্তের ফল,
তুমি আমার গাড়ীর চাকা,
শরীর মনের বল।
তুমি আমার মনের সখা
নদী ধারা কলকল,
তুমি আমার শিল্পীর আঁকা
সরোবর থল থল।
তুমি আমার দিনের সখা,
রাতের তারা দল,
তুমি আমার মনেতে আঁকা
আনন্দের থল থল।
তুমি যে আমার হৃদয় বলাকা
যাবে এরি বৈকল,
তুমি যে আমার একা প্রেমিকা,
চোখের ছল ছল।

নির্বিকার

একটি হৃদয়ের আশা ভাষা,
আনন্দ বেদনা সব তোমাকে ঘিরেই,
একটি হৃদয়ের সব শুভেচ্ছা, আকুলতা
কামনা বাসনা কল্পনা সব তোমাকে নিয়েই,
কী সৌভাগ্য তোমার।
একটি হৃদয়ের কেন্দ্র বিন্দু মধ্য মণি
তুমি কী উদাস চিত্তে আছো নির্বিকার!
যেন কিছু জাননা, কিছুই বোঝনা।
সব বোঝ, সব কিছুতে আছো—
বিধাতার মতো সাকার,
অথচ, নিরাকার।

নিঃস্ব রব

তোমায় সব কিছু দিয়ে আজি
ভিখিরি সাজতে রাজি আছি।
আমি তোমার তরে এতকাল পরেও
সব যে জমিয়ে রেখেছি।
সব দিয়ে নিঃস্ব হয়ে
বরং আমি হালকা হবো,
তোমায় দিয়ে তোমায় নিয়ে
বরং আমি শান্তি পাব।
নিঃস্ব আমি নিঃস্ব রব।
পথে পথে গাব
তোমার গান,
তোমার প্রেমে শান্তি পাব
জুড়াবে প্রাণ।

শূন্য জীবন তরী

তরী বেয়ে যাচ্ছি একা
অন্য কেউ নেইক সখা।
ঊর্ধ্বে নভে সন্ধ্যা তারা
পূবাকাশের শুকতারা
নিম্নে ধরায় আঁধার ঘটা
জোছনালোকে আঁধার ভাঁটা—
এরি মাঝে চলেছি একা ;
দু'পাশে সবুজ রেখা
যেন এক চিত্রপটে আঁকা।

একলা পথিক নদীবুক চিড়ে
যাচ্ছি আমি অনেক অনেক দূরে ;
এ যাত্রা চলবে মোর অনন্তকাল ধরে
পোষাকটা শুধু পাল্টে নেব একটু খানি পরে।

এ পৃথিবী বন্দরে ভিড়িয়াছি আজ
এতদিন পাইনি মোর মনের সাজ,
তাই, তরী বেয়ে যাচ্ছি একা
অন্য কেউ নেইক সখা।

হঠাৎ সেদিন নদী তীরে তার দেখা
সেই-ই কি মোর শূন্য হৃদয় সখা ?
ব্যস্ত তরী গেল সেই তীর ছাড়ি,
যত বারই ভুলিতে চেষ্টা করি
নাই যে পারি যেতে তারে বিস্মরি
আবার সেই তীর ফিরি খুঁজে,
চোখ খুঁজে ফেরে আমার মনের সাজে।
কিন্তু তার আর পাইনা যে দেখা
কোথা গেল সে আমার প্রাণের সখা ?

কতো ডাকাডাকি, কতো সাধাসাধি
অভিমান সে করে থাকে যদি—
অনেকখন দাঁড়িয়েও পায়নি যে দেখা—
সত্যিই সে যে মম শূন্য হৃদয় সখা।

মনে হলো যেন দেখেছি তার হৃদয় সিঁদুর রাঙা,
আজিকে সাজিবে কি মোর তার সংসার ভাঙ্গা?

কিন্তু, ওগো প্রাণসখী, শোন একটিবার
এ তরী সোনার নয়, সোনার ফসলও চায়না আমার
আমি শুধু তোমায় একটিবার চোখের
দেখা দেখে যাব বার বার,
জানিয়াছি যে গো তুমি আমারও হৃদয় আধার।

যদি চাও তুমি তব প্রিয়কে নিয়ে
আমার তরীতে বসাতে পার প্রিয়ে।
নিঃসঙ্গ আমি ক্ষণিকের সঙ্গী'ত পাব,
তোমাদের সুখ দুঃখ কিছু ভাগ করে নেব।

বিচিত্র রূপ

কতো ভাবে কতো রূপে
তোমারে ফোটাতে চাই—
পারি না'ত মন মতো।
হৃদয় কতো কি চায়
অবুঝ শিশুর মতো।
মনে মনে ভাবি কতো—
যে রূপ ফোটাতে চাই
পারি না'ত মন মতো।
তোমার মন কী যে চায়—
আমার মন ছায়
আষাঢ় মেঘের মতো,
আমি'ত জানিনে হায়
আষাঢ়ের সুর কতো।

মনে মনে কতো কী বলো
কতো রূপ ভাব কতো
পারিনা বুঝিতে হায়
মন যে বিহ্বল এতো—
কী যে করি কী যে করি
শুধু শুধু ভেবে মরি,
তোমারে ফুটাতে পারি,
পারি না'ত মন মতো!

অনন্ত অপেক্ষা

দ্বারের বাইরে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছি ?
দীর্ঘ সময় মৃদু সমীরণে ঝরাপাতা সম
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠেছি।

তুমি খোল কী ওটা ?
আমি থাকি না।
অপ্সরার সৌন্দর্য আমার সয় না।

হাতটা সরিয়ে নাও না
আমি চলে যাই।

কথা বলো না
ঐ একপাশে সরে যাও।
সইতে পারিনা তব দীর্ঘ ছায়াও।

একটি মুহূর্ত দাঁড়াব ঐ প্রদীপের আলোকে
যতক্ষণ না আবছা স্পষ্ট দেখি তোমাকে।

মুক্তি, আঃ, কী মুক্তি !
বিদায়, চির বিদায়।
ঐ একপাশে আলো ছায়ায়
একে অন্যে আলবিদা জানাই !

কিন্তু, তুমি যদি আমাকে চাও,
যদি প্রয়োজন হয় আমায়,
থাকিব অনন্তকাল অপেক্ষায়
ঐ ভয়ংকর দরজায়।

ভ্রমন সাথী

তোমারে আমি হৃদয়ে বেড়াব বয়ে
হিল্লি, দিল্লি, পাল্লি
যেথা যাব সেথা।
তুমি মোর মনে বসে
চুপি চুপি কইবে কথা।
যবে যাব মুসৌরি সিমলা,
যাব দার্জিলিং উটি পহেলা,
তোমাকে দেখাব শুভ্র তুষার
বনানীর স্নিগ্ধ রূপ আর
পাহড়ী ফুল ক্যাকটাস।

বুঝিয়ে বলব আমি উদাস—
এটা যদিও প্রবাস,
তুমি যখন সঙ্গে আছো
সঙ্গে আছে ঘরের সুবাস।
জয়শলমীর পোখরানের ধূ ধূ বালি রাশি
মাঝে তপ্ত ঝলসানো আকাশি
শাসনে যবে আকুল হবে তৃষিত দেহ
তখন তুমি মনে বসে বিলোবে স্নিগ্ধ স্নেহ।
যবে সুইজারল্যান্ড যাব, ভাঙ্গিব আল্প,
তুমি'ত সাথী থাকিবেই, করিব গল্প
আপন মনে তোমার সনে।
বিশ্বজুড়ে সৌন্দর্য শোভা আহরণ করে
দানিব তব চম্পক শোভিত করে
যাবে না'ত আমারে ছেড়ে?
সুখ দুঃখে আনন্দ বেদনা সবিই
ভাগ করে নেব তব সাথে,
চিরকাল থাকিবে'ত বসে
মোর মন রথে?

অহেতুক

তোমায় নিয়ে সংসার করার সাধ
মনেই আসে না।
আসলে সাহসই হয় না।
আমার'ত সংসারই নেই,
যাযাবর বাউলের মতেই
বিশ্বাসী আমি—
ঘুরি পথে পথে, কারও স্বামী
হয়ে তাকে পথে বসাব!
রাজকন্যেকে রাজপ্রাসাদ থেকে টানি
পথের ধুলায় লুটাব?

অশৈশব যে আমি সংসার পাইনি,
এ দ্বারে ও দ্বারে ঘুরেছি
ঘর যে আমায় বাঁধেনি।
আজ সে ঘর এ অবেলায়
কী করে বাঁধিব,
আজ এ বেলায় বদ্ধ গলায়
কি সুর সাধিব
যাযাবর বাউলের আনন্দে আছি
তাই থাকি—
তোমার হৃদয়ে মাথা রাখি
মাঝে মাঝে ঘুমাব।

হয়তো কোনদিন যাব তোমার দ্বারে,
কারও বধূ তুমি চিনিবে'ত মোরে?

হৃদয় মঞ্চ

আমার হৃদয় মঞ্চে
তুমি যাও নেচে
উর্বশীর মতো,
নৃত্যের তালে তালে
ফুটে যে গোলাপ কতো
আমার হৃদয়ে—
সৃষ্টি হয় গোলাপ আতর গন্ধ

সে গন্ধে আমি চমকিত হই,
মৃগ সম মম নাভি গন্ধ—
আজি হৃদয় দরজা খুলে যে
বিলিয়ে দেব অমর্ত্য গন্ধ।

আজি হৃদয় মঞ্চে
তুমি যাও নেচে
তালে তালে কতো ছন্দ,
আজি হৃদয় এতো পুলকিত যে
নাচের আনন্দে 'আনন্দ'।

আনন-কানন

তব আনন যেন একটি কানন,
যেথা পুষ্প ফোটে গোলাপ বরণ,
তব আনন যেন নন্দন কানন
যেথা ফলে ফল সবে চেরীর বরণ।
ও ফুল ও ফলে কিনিতে পারে না কেউ।
আয়নাতে দেখা ছাড়া দেখে না যে সেও।

চেরীরা সব ঢেকে রাখে
দু' পাটি মুক্তা মালা,
যখনই হাসিতে থাকে,
দেখ সাজানো ডালা —
তুষারঢাকা পদ্মকলি কিনিতে পারে না কেউ,
আয়নাতে দেখা ছাড়া দেখে না'ত সেও।

সে কাননে আছে দুটো ছোট ছোট ডোবা
সেথা পায় দু' দুটো ব্রহ্মপদ্ম শোভা।
ও পদ্ম চয়ণ করিতে পারে না'ত কেউ,
আয়নাতে দেখা ছাড়া দেখে না'ত সেও

তুমি ভালবাসার

তোমাকে এমনি ভাবে গড়েছেন বিধাতা—
ফুল সুবর্ণলতা বাহারি পাতা।
সবাই তোমাকে ভালবাসে।
আমার প্রাণে যে সে রেশ আসে।

আমি তোমাকে ভালবাসি
উজাড় করে দিয়ে ভালবাসি,
নিঃশেষ করে দিয়ে ভালবাসি।
আমি আপন আনন্দে আপনি নাচি
ছন্দে ছন্দে গীতি রচি।

সব জনার সব ভালবাসায়
সদা সাড়া কি দেয়া যায়?
ভালবাসা দিয়ে তৈরি তুমি
ভালবাসাই ভালবাসায়।

তুমি ফুল, ফুল ভাল না বেসে কেউ পারে?
কিন্তু, ফুল সব ভালবাসায়
সায় দিতে কভু নাই পারে।
আমি বুঝি তাই, আমি বুঝি,
তাই পেতে নাহি চাই
তোমায় আজি।

সাত রাজার ধন

তোমাকে আমি ব্যথা দিয়েছি ?
তা কি আমি পারি ?
যে ফুলে এতো ভালবাসি
সে ফুলে দলিতে নারি।
তুমি শ্বেত পায়রার মতো শান্তির দূত,
অশান্তি কি দিতে পারি ?

তুমি মম হৃদয়ের লক্ষ্মী প্রতীমা
শ্রদ্ধা না দেখিয়ে পারি ?
তুমি যে আমার প্রেমের প্রতীমা
ভাল না বেসে পারি ?
তুমি যে আমার চোখের মণি
যত্ন না নিয়ে পারি ?

সারা জীবনের সাধনার ধন
হেলায় হারাতে পারি ?
তুমি যে আমার যখের ধন
তুচ্ছ ভাবিতে নারি।

সাত রাজার ধন মানিক আমার,
দুঃখ যদিও বা পেলে,
সুন্দর মনে ক্ষমার চোখেতে
না হয় আমারে নিলে।
তোমারে দুঃখ কভু দিলে
শত গুণ বেশি দুঃখ যে পাই,
মুখ ফুটে বলো যদি
বিস্মৃতির পথে চলিয়া যাই।

আনন্দের বার্তা আন

তোমারে যবে দেখি,
আমার প্রাণ সখী
যবে দেখা দাও—
মনে হয় রূপ কথার দৈত্য
এসে বলে, বলো, কী চাও?

বলি, দুনিয়ার যতো সুখ শান্তি আমারেই দাও,
স্বর্গের খোঁজ জানা আছে, তাও।
চোখের পলকে আমি এসবই পাই
অভিভূত দেহ মনে নিষ্পলকে চাই
কী ভাবে স্বর্গীয় সুখ শান্তি সবাই
কায়া ধরি মোর সামনে আসিয়া দাঁড়ায়—
মূর্তিমতী—ওহ্, কী দ্যুতি, কী প্রশান্তি,
কী যে আনন্দ, ওহ্ সহিতে না পাই।

পারমাণবিক বোমার মতো শক্তিধর
কোন আনন্দ বোমার বিস্ফোরণের পর
আমি যে আনন্দ পদার্থে চাপা পড়ে যাই—
বুঝি মরে যাই।
পৃথিবীটা হয়ে পড়ে যেন আনন্দ
দিয়ে গড়া ধ্বংসস্তূপ।

ওখানে জ্বলে শতো সহস্র ধূম্র রেখায়
আনন্দ ধূপ।
স্বর্গীয় আবেশ ছড়িয়ে পড়ে, স্বর্গের গন্ধ—
বিশ্ব জুড়ে শুধু আনন্দ, আনন্দ!

কেন মিছে অভিমান

মনের দুয়ারে এসে
ফিরিয়া গেলে কি শেষে ?
তোমারে ভালবেসে তোমারে ভালবেসে
ফিরায়ে দিনু কি শেষে ?
কি করে ফেরাই, ফেরাই কি করে,
রাত কি ভোরে কখনো ফেরাতে পারে ?

তোমাকে ফেরাব আমি ?
সারাটা জীবন কাটালাম
শবরীর প্রতীক্ষায়,
আজি যে তোমারে পেলাম
ফেরাব অবহেলায়—
কী করে ভাবলে ?
কখন খুশি আসলে গেলে
অবারিত দ্বার।

ভেজান ছিল দ্বার,
বন্ধ ভেবে ফিরে গেলে শেষে
কেঁদে গেলে, এসেছিলে হেসে !
আমার পরে করেছ অভিমান,
তোমাকে ভালবেসে, তোমাকে ভালবেসে
পণ করেছি জান মান।

মিথ্যে করিয়া অভিমান
বঞ্চিত করিবে আমাকে
প্রেমামৃত থেকে ?
আমি কি পাবই না প্রেম
থাকিয়া এলোকে ?

তোমার বীণায়

কী করে বোঝাই, কী করে বোঝাই
কী আমি চাই, কী আমি চাই ;
কী করে বোঝাই, কী করে বোঝাই,
যা আমি চাই, যা আমি চাই।
হৃদয়ের ভাষা হৃদয় বোঝে না ?
এক হৃদয় কাঁদে, অন্যে কাঁদে না ?
আমি জানি না, আমি জানি না
তুমি মম অন্তরে রাজ কিনা।
তোমার মনে সুর আছে তাই
বাজাও মম মনবীণা,
মম চিতে সুর নেই তাই
তোমার বীণায় সুর তুলি না !

প্রেম পাখী

তোমার প্রেমের খাঁচায় আমারে বাঁধিবে ?
আমি যে আমারই প্রেমের খাঁচায় বন্দী।
তোমার প্রেম তুমি সাজিয়ে রাখিবে ?
না, এতো দুরাশা পুষিব মনে নেইক ফন্দি !
প্রেমের খাঁচায় বন্দী মনপাখী নিয়ে
বেড়াব পথে পথে ঘুরে, প্রিয়ে।
বলব : দেখ দেখ, মম প্রেমপাখী
সোমার মন পাখী,
কী সুন্দর গাইতে পারে।
শোন প্রেমগীতি শোন,
মন মাঝে প্রেম প্রীতি আন,
এই এছাড়া মানব মুক্তির
নেইক অন্য পথ কোন।

অভিমানী

তোমার কাছে কিছু চাইছি না বলেই
কি তোমার অভিমান,
আমি যে চাইনে কারও কাছে,
ক্ষত হয় সম্মান।

মোর হৃদয়ের ভাষা বুঝিতে পার না ?
এ মোর হৃদয়ের দীনতা
পাঠাতে পারিনে তব হৃদয়ে
মোর হৃদয়ের বারতা।

বুঝেও না বোঝ যদি,
বিজ্ঞানীর মতো প্রমাণ খোঁজ অকারণ,
কী যে করিতে পারি
না পাই খুঁজি কি তব ধরণ।

তুমি কি মোরে ভিখিরি বানাতে চাও ?
দু' হস্তে করজোড়ে মাগি তব প্রেম
হে উল্লাসিনী, এই তুমি চাও ?

একটু নাচাও মনে

ময়ূর যেমন মেঘ দেখে
পেখম মেলিয়া নাচে,
চকোর যেমন চাঁদ দেখে
আপন মনে নাচে,
অলি যেমন পুষ্প দেখে
নাচিয়া নাচিয়া আসে ;
শিশির যেমন চুপি চুপি ঝরে
মাঠের ঘাসে ঘাসে ;
আমারও মন তোমারে দেখিয়া
তেমনি করিয়া নাচে ;
হাসে সে হাসে তোমারে দেখিয়া
চাঁদেরই মতো হাসে।

সে তোমারে ভালবাসে, ভালবাসে
যেমন করে শঙ্খচিল নীলাকাশে
আপন উল্লাসে গিয়ে মেশে।

তুমি জান কি জাননা, জানিনা,
জেনেও জান না, পছন্দ কর না,
তাতে আমার কী যায় আসে ?
মোর মন যে শুধু ভালবাসে।

মনটাকে একটু ভালবাসতে দাও,
একটু ভালবাসতে দাও,
ইচ্ছে হলে আপন হস্তে
তাহারে নাচাও।

হৃদয়ের রবি

তোমার ওমুখে কতো
কি যে লেখা আছে—
ওখানে প্রাণ আছে, ছন্দ আছে
তাই'ত বারে বারে তোমারে দেখিবারে
মন পাখাতে ওড়ে,
বারে বারে ঘর ছাড়ে।

আমাকে নিরাশ করে
ওমুখে লুকিয়ে রাখ,
বুঝিতে পারি না যে
কেন যে আড়ালে থাক।

তুমি চাওনা কি
ও মুখের সুর ছন্দ গান
জাগায়ে তুলক মোর প্রাণ,
এ পৃথিবীর হব চারণ কবি
ও মুখ থাক মম হৃদয়ের রবি।

মন উড়ে যায়

চলতে চলতে বলতে বলতে
হঠাৎ থমকে দাঁড়াই,
হঠাৎ চুপ করে যাই।
মুখ বন্ধ করি।

মনটা কখন যে উড়ে যায়
আপন পাখায়
তোমার কাছে—
হস্ত পরশে সোহাগ জানাও,
আপন বক্ষে সোহাগে জড়াও,
চুপটি করে থাকে
যেন পোষা বেড়াল, পায়রা।

ডাক দাও,
ডাকলেই দেয় সাড়া।
পোষ মানিয়েছ তাকে ?
নাকি সে আপনা থেকে
উড়ে যায় আপন পাখায় ?

তোমার কাছে নিশ্চয় সে
কিছু পায়,
নইলে বার বার কেন উড়ে যায়
আপন পাখায় ?
ও মনটার মতো
আমাকেও আপন করে
নেবে তো ?
আমি'ত সে অপেক্ষায়—
কবে তোমার বুকের উষ্ণতায়
মুক্তি পাব।

হৃদয় খুঁজিয়া ফেরে

একটি পাখী উড়িয়া উড়িয়া আকাশে
একখানি বাসা খুঁজিয়া ফিরিত শেষে।
সাথী ছিল না তাহার
একাই করিত আহার বিহার
আকাশকে সাথী করে।

একটি হৃদয় করিত শুধু আশা
যেথায় শুধু বাঁধিবে সে বাসা
পায়নি কভু একটারে।
একদিন সে তোমারে দেখিল
নবীন আশায় বুক সে বাঁধিল
একখানি বাসা পেল বুঝি অবশেষে
তার সাথে কথা কয়েছিলে হেসে ?
দিয়েছিলে কি ডাক তারে ভালবেসে ?

এটুকু আশা, এটুকু ভাষা পেয়ে
সে আজ উছল আবেগে ধেয়ে
যায় তব পানে,
বসিবে পরাণে
রস আলাপনে
রহিবে বিলীন তব মাঝে
নবীণ প্রাণে, নবীন সাজে।

সত্যিই কি সে তব প্রাণে বসিবারে পায়
যার তরে সে বারে বারে ধায় ?

না হয় স্পর্শই করলে না

আমার মন একটু সুযোগ পেলে
তোমার পাশে চুপটি করে বসে থাকে!
তোমার অন্য মনস্কতার সুযোগ পেলে
ও তোমারই পাশে বসে থাকে।
শেষে তোমার গম্ভীর তাড়া খেয়ে
নিজের মাঝে নিজেকে ফিরে পেয়ে
মুখে চুণ কালি মেখে
আমার মাঝে এসে বসতেই বলি, যাও,
অপমানিত হয়ে ফিরে এসো, যাও!
লাজ লজ্জা যে কোথায় হারিয়ে বসলে,
বুঝতেই পারিনে কী মোহে যে পড়লে।
তোমাকেও বলি বাপু, ছিরি না হয় ভালো,
মনটা কেন এতো কালো?
আমার এ মন আগে কোন দিন
কারও ডাকেই সাড়া দেয়নি।
সাগ্রহে কোল পেতে দিয়েছিল—
সে'ত কভু সেথা বসেনি।
তোমার কোল যে এতো দামি
বেচারী কি একদম বোঝেনি?
তাই শুধু পাশে চুপ চাপ বসে থাকতে চায়—
পক্ষীমাতার পাশে পক্ষী ছানা।
চিল কাকের মতো অতো হিংস্র'ত নয়,
কিছুই'ত কেড়ে নিচ্ছে না;
বিরক্ত কিছুই'ত করছে না।
তবে?
পাশে একটু বসতে দিতে পার না?
যদি অচ্ছুৎ মনে হয়,
না হয় স্পর্শই করলে না।

শুধু মনে রেখ

আমি সংসারে পৃথিবীতে
থাকি না থাকি তাতে
কারও কি যায় আসে না ?
না। কেউ ভাবে না—
আমার কথা কেউ ভাবে না।

কোন বাঁধন নেই, পিছু টান নেই,
আমি ছিলাম যে কে সেই
বাঁধন হারা মুক্ত।

আমায় দেখিলে কারও গালে
যায় না খেলে বিজলী প্রভা,
আমার বিদায় বেলা
কোন মুখে লোপ পায় না সৌন্দর্য প্রভা।

আমার মঙ্গল তরে কেউ
কোন দিন সাজায় না মঙ্গল ঘট,
মম কাননে ফোটায় না ফুল,
মম রোগ শোকে
হয়না কেউ কভু ভাবিয়া আকুল।

কভু কেউ চুপ চাপ মনে
ভাবে না আমার কথা,
মম স্মৃতি কোন হৃদয়ে
না জাগায় গোপন ব্যথা।

শরতে যবে শিউলি ফোটে
প্রকৃতি সাজে উৎসব সাজে,
যবে মানব মনে বাজে
উৎসবের সুর উছল মধুর ;

আকাশে বাতাসে যবে বাজে
আনন্দময়ীর আগমনী গীতি,
মোর তরে কারও মনে জাগে না
একটু মিলন মধুর স্মৃতি।

জগৎজোড়া আনন্দোৎসবে,
আনন্দ মেলায় যোগদান দেবে—
কামনা করে না কেউ
মোর প্রেম প্রীতি ;
আনন্দময়ীর পায়ে ঝরায় না কেউ
হৃদয়ের তপ্ত রিক্ত দ্যুতি।

ফাগুন আসে যবে
ফুলবনে ছোটে হাসির ঢেউ,
মৌমাছি ভোমরা সবে ফুলে ফুলে বসে,
তখনো চায়না আমারে' ত কেউ।

যবে আসে আবির রঙের দিন,
মনে মনে খেলে কতো ভাবনা রঙিন,
রঙে রঙে খেলে হোলির খেলা
বসে হেথা হোথা আবিরের মেলা,
রঙে রসে ভরে যায় মানবের মন
সেদিনও মোর তরে কোন মন
হয় না উন্মন।

বর্ষার ঘন ঘোরে নিঃসঙ্গ প্রকৃতি
বিয়োগ বিধুরা,
চুপি চুপি ঘরে বসে মানব প্রকৃতি
শোকে মন ভরা—
প্রিয়জন তরে মন করে যে কেমন
না যায় বোঝানো ত্বরা।

এ ঘোর বর্ষাতেও কোন মন
মোর তরে হয় না উন্মন
মেঘদূতের যক্ষ যেমন।

আমি এ পৃথিবীতে একা,
সম্পূর্ণ একা।
কারও কিছু যায় না মোর
থাকা না থাকা।

শুধু তোমাকেই মনে পড়ে আজ
পেলাম'ত অবেলায় সন্ধান,
মনেতে আজি নবীন ঊষা, নবীন সাজ—
বিরাজে পরমানন্দ অবিরাম।

সুখে দুখে আনন্দ বেদনায়
স্মরণ কর যদি আমায়,
যদি ভাব তব জীবন আঙিনায়
আমার প্রবেশ যাচে তোমার মন
তবেই ধন্য হবে মম বাউল জীবন।

একে ওকে তাকে

আমি পারিনে যে গো বুঝিতে
ওরা কী করে প্রেমে পড়িতে
পারে যখন তখন ;
যেন মধুলোভী মৌমাছি
ফুলে ভাবে একান্ত আপন।
আমি' ত পারিনে ভালবাসিতে
ব্যস্ত জীবনের শ্রান্তিতে
কাওকে, তুমি আসনি বলে।
তুমি আসনি বলে
আমার সারাটা যৌবন
উপবাসী রয়ে গেল,
গেরুয়া বসনে সন্ন্যাস ব্রত নিল।
তুমি হঠাৎ এলে,
হৃদয় তোমাকে পেলে,
কতো সাধনার পর।
আজিকে হৃদয় জল ভর ভর
উপচি পড়িতে চাহে
বন্যার স্রোতে নাহে।
তোমাতেই সে নিজেরে হারাতে চাহে,
আর কোন দিন বাঁধা পড়েনি সে
এ দারুণ মোহে।
ওরা কী করে যে ভালবাসে
একে ওকে তাকে !
আমি'ত দিতে পেরেছি
আমার হৃদয় আমার প্রেম
তোমাকে, শুধু তোমাকে !

পূর্ণ চন্দ্র

তুমি বিশ্বাস কর
আমার হাতটা ধর,
ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করি
হৃদয় আমার তোমারই তরে অক্ষত
রয়েছে পূর্ণ চন্দ্রের মতো।
জীবনে দু' একবার
হাতছানি পাইনি তা কি হয় ?
কিন্তু পরখ করিয়া বুঝেছি
ও তোমার নয়।
তাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি,
হয়েছি ভাব তন্ময়,
ভেবেছি তোমার কথা,
তোমারই তরে হৃদয় মম উপবাসী রয়।
সারাটা জীবন প্রাণ খুলে হাসিনি,
নাচেনি আপন আনন্দে
ময়ূরের মতো নাচেনি
তোমা বিহনে বিরহী হৃদয়।
আজি তোমারই খোঁজ পেয়ে
সে যে উচ্ছলিত রয়।

তুমি স্বপ্ন দেখাও

আমার প্রেম, আমার হৃদয় ছিল উপবাসী,
যক্ষ ধন সম রেখেছিলাম ধনরাশি
তোমার তরে অক্ষত অব্যয়,
তোমারেই সঁপিব বলে
পূর্ণচন্দ্রের মতো অক্ষয়।

ছিলাম শবরীর প্রতীক্ষায়,
চাতক চিলের মতো বর্ষার আশায়,
শুধু একটি লক্ষ্য ছিল
মহাকাশযানের মতো—
তোমার সন্ধান পাওয়া
রকেট সম বিপুল আবেগে
সবেগে ধেয়ে যাওয়া,
তোমার ধনরাশি
তোমারই হাতে দেওয়া।

কতো দিন গুনেছি আশায় আশায়,
রাতের মতো ভোরের তরে অধীর নেশায়।

কাটাতে কাটাতে হতাশায়
আশায় চাপা দিলাম ছাই।
প্রেমহীন হৃদয়হীন জীবন
চলুক শকটের মতো
কর্মরত সাধনব্রতী একনিষ্ঠ
বিজ্ঞানীর মতো।

কিন্তু, তুমি এলে আজ
হৃদয় আকাশে বাজে গুরু গুরু বাজ,
আনন্দে, আনন্দে,
আষাঢ়ের ছন্দে ছন্দে।
তোমা তরে আমার প্রেম, আমার হৃদয়
আজি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে যে রয়।

তোমার ধনরাশি তোমার পায়ে দিয়ে বললাম—
মুক্ত, আজি রাখিব না রুদ্ধ জীবনে, চললাম।

একটু আশা রাখিব পুষে তবুও মনে ঃ
তুমি বলবে, এলাম।
আমি যে এলাম।
আমায় ছেড়ে কোথা যাবে ?
আজি আমার হাতে বন্দী হবে।
সংসার দেবে না আমাকে ?
সাজাব যে তোমাকে
মনের সাধে, প্রাণের রসে
আপ্লুত হৃদয়ের বশে,
নিজেরে উজাড় করে ভালবেসে
যাব আজীবন তোমাকে,
শুধু তোমাকে !'

শুনে আমি হবো আল্পস হিমালয়
অভ্রভেদী, নত মস্তক নাহি সয়।
আমি তখন হবো চেঙ্গিস, দিগ্বিজয়ী বীর,
হবো দারিয়ুস, আলেকজেন্ডার, হাম্বির।

কিন্তু, স্বপ্ন'ত স্বপ্নই রয়।
বাস্তবে কি সত্যি হয় ?
ইদানীং তুমি আবার আমাকে স্বপ্ন দেখাও,
স্বপ্ন দেখি, যদিও জানি মিথ্যে তাহাও।

জ্বলবে আনন্দ প্রদীপ

ঊর্মি মুখর সংসার পারাবারে
আমি এক নির্জন দ্বীপ।
হেথা জ্বলে না কোন সংসার প্রদীপ।
কতো ছোট মাছ বড়ো মাছ খায়,
কতো লোক তিমির পেটেতে যায়,
কতো লোক তিমি শিকার করে
কতো লোক জাহাজে করিয়া ঘোরে,
কতো জন কতো ভাবে কত জনারে
বাঁধে প্রসারিত বাহু ডোরে—
আমি দেখি নিঃসঙ্গ একা!
কতো বড় ঝঞ্ঝা উড়িয়ে নিয়ে যায়
কতো সংসার পত্র পল্লবের মতো।
আমি যে দেখি তা আপন মনে
আর ভেবেছি দেখা হবে কবে
তোমার সনে!
আমি চেয়েছি আমার ঈভকে
নিবিষ্ট চিতে আপন মনে।
চিরটা কাল কি আমি নির্জন
দ্বীপ হয়ে রব?
ক্রুশো হয়ে একদিনও
দেবে না পদধূলি?
একা আর একা কেন রব,
তব বীণায় যাব
সুর তুলি।
সুরে সুরে ভেসে যাক্ দ্বীপ,
জ্বলুক না আনন্দ প্রদীপ।

সপত্ন

যেমনি তোমার মুখ
তেমনি অন্তরটা।
অন্তরে এতো পবিত্রতা
কোথায় পেলে ?
তাই কি আঘাত দিলে ?
তবুও, তোমার কথা ভাবলে
মনে জাগে শ্রদ্ধা,
তুমি যেন কোন আরাধ্যা
দেবী মূর্তি !
তোমার দ্যুতি
অন্তরে বহায় শরাবতী,
অপার আনন্দে গেয়ে উঠি সামগীতি।
তব কল্যাণে আমার মনে
সদা প্রত্যুষ,
তব কল্যাণে আমার মনে
সদা বৃষ্যট্।
ভাগ্য ভালো যে সত্যিই
পেয়েছি খুঁজে অন্তরে বিগ্রহ—
চন্দ্র সন্নিভ,
মোর আত্মার তারেই পূজিতে আগ্রহ।
কিন্তু, ও বিগ্রহ-প্রাণ
আজি মম সপত্ন।
তবুও তারে করিব যত্ন।
সে যে মম অন্তর বৃষ্যট্,
যেথা সদা প্রত্যুষ।

তব রূপে অরূপ

তুমি খেয়াল করনি হয়তো
তোমাকে দেখলেই চমকে যেতাম,
বেদের হস্তপরশে দুরন্ত ফণা অবনত,
একটা ফানুসের মতো চুপসে যেতাম।

তুমি খেয়ালই করনি হয়তো
তোমায় দেখে পাখা মেলতো আমার মন
জানালা দিয়ে আকাশ দেখতো
মুক্তির স্বাদে আবিষ্ট মগন।

তুমি খেয়ালই করনি হয়তো
শৈত্যে অনড় নাগ হয়ে থাকতাম।
কিন্তু যখন তোমায় দেখতাম
তেজি অশ্বসম ছুটে চলতো মন
অনন্ত পথযাত্রী, অমৃতে মগন।

তুমি খেয়ালই করনি হয়তো
তোমায় দেখে কেমন ধারা ঝলসে যেতাম
মেঘমুক্ত অংশুমানের মতো,
কী আবেশে যে আলো বিকীরণ করতো মন,
এধরার আঁধার সরাতে সনিষ্ঠ মগন।

তুমি খেয়ালই করোনি হয়তো
স্নিগ্ধ শীতল শশির মতো
তব পানে চকোরীর মতো
লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতাম—
একটি মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে পাড়ি দিত মন,
এধরার জরা ঝরাতে সনিষ্ঠ মগন।

দাও তব বিষ

আমি জানিনা তুমি কতোটা সুখী কতোটা দুঃখী,
তোমার যতো দুঃখ শোক, সখী,
নীলকণ্ঠ আমায় দাও।

সব হযম করে নেব
বিষে অমৃত করে দেব।

এধরার যতো শোক দুঃখ পাপ তাপ
আমারে বিঁধিতে পারেনি, যতো উত্তাপ
বিধাতার পায়ে দিয়েছি অঞ্জলি ভরে।
আমার হৃদয়ে করেছি অমৃত সঞ্চয় তিল তিল করে।

অমৃত পুত্রের পেয়েছ সন্ধান, থাকে কি তব ভয়?
মাভৈঃ মাভৈঃ, শোক দুঃখ সব করেছি আমি জয়।

ভরসা রাখ সখী,
তোমায় স্বর্গের কাছাকাছি নিয়ে যাব,
সুখ শান্তি আশা ভরসা দেব।
যতো দুঃখ শোক লাঞ্ছনা যাতনা
গলিত লাভা সম মথিত করে তব অন্তঃপ্রদেশ,
মোর উষ্ণ পরশে প্রচন্ড শব্দে বিদীর্ণ করে তাই হোক শেষ।

তুমি থাক সুখে শান্তিতে,
তব সুখ শান্তিই চাই, তব হাসিতে
মম হৃদয়েতে পারিজাত ফুটিবে
মম হৃদয়ে চাঁদিমা হাসিবে
এই'ত আমি চাই!

নারীরূপী ঈশ্বর

যে প্রেমিক প্রেমিকার কথা ভেবে ভেবে
নিজেরে হারিয়ে ফেলে
মহাকাশের সীমাহীনতায়,
সে যে ঈশ্বর সান্নিধ্য পায়,
ঈশ্বরের মতো মুক্ত হয়ে যায়।

যে প্রেমিক প্রেমিকার কথা ভেবে ভেবে
আত্মহারা আনন্দে বিভোর,
সে যে মহাসাধক প্রায়।

এক নারী অন্তরে বিগ্রহ করেছি তাই।
তারে উপলব্ধি করি, তারই মাঝে ডুবে যাই,
সে ছাড়া সংসারে আর কেহ অন্য কিছু নাই।

কে বলে নারী নরকের দ্বার,
সে যে করেছে মোরে উদ্ধার
প্রাণ দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, দিয়েছে সংসার।

নারীরক্ত শোষা পুরুষ তারই রক্ত শুষে
তার তরে উন্মুক্ত করে দেয় নরকের দ্বার,
বলে—নারীই করিল মোর জীবনে ছারখার।

হে নারীরূপী ঈশ্বর,
নারীর সৌন্দর্যে, নারীর হৃদয়ে তোমারে যে পাই,
প্রেমিক আমি, কবি আমি, আমি মহাসাধক প্রায়।

এ সব ভাল নয়

এ সব ভাল নয়।
তুমি বললে!
সাগরকে বললে—
থামাও উর্ম্মিমালা
পর্বতকে বললে—
নীচু কর শিখর শলা।

পুষ্পবীথিকে বললে—
কেন গাঁথিয়াছ ফুল মালা?
প্রাণ খুলে হাসছ,
বায়ে দুলে দুলে নাচছ!
হেসো না, হেসো না।
এসব ভাল না।

নদীকে বললে—
কোথা যাও ছুটে?
ত্বরা কিসের?
টান কিসের? সাগরের?
এসব ভাল না।
অস্তিত্ব হারাবে,
জান না?

টিয়াকে বললে—
টিয়া, অতো গান কর কেন?
এতো ফুর্তিই বা কেন?
এতো আনন্দ ভাল না।
জান না নাকি? জান না?

গাছকে বললে—

গাছ অতো ফল দাও কেন ?

এতো দান কী জন্য ?

মানুষ'ত তোমায় কাটে, জ্বালায়,

তবুও শাখা প্রশাখা কতো

ফল ফলায়।

এতো মহত্ব ভাল না।

জান না ?

চাঁদকে বললে—

চাঁদ, অতো হাস কেন ?

মায়া হয়ে থাক কেন ?

কী পাও প্রতিদানে ?

তাই, মানুষ ছোটে তব পানে

আপন মুঠোতে আনে।

তাই বলি, এসব ভাল না।

জাননা নাকি ? জান না ?

কিশোরীকে বললে—

ঢল ঢলে বুক নাচিয়ে

চল কেন ?

হরিণীর মতো ছন্দ কেন ?

চোখে মুখে কেন অতো মোহ ?

মৃগনাভী গন্ধ খোঁজ ?

কিসে ভাল কিছু বোঝ ?

এসব ভাল না।

জান না ?

ঋষিকে বললে—
কেন ভালবাস বিশ্ব সংসার ?
কেন খুলে দাও হৃদয়ের দ্বার ?
মানুষকে কেন বল—
করো না সংহার,
পরশ দাও ভাল'সার।
এতো জ্ঞান ভাল না,
জান না নাকি, জান না ?

আমার হৃদয়ে বললে—
কেন ভালবাসা দাও তোমার ?
কেন কর অযাচিত উপকার ?
হায়রে সরলা রমণী—
ফুলকে বল না দিতে সুবাস,
বায়ুকে বল না হতে উদাস,
কলিকে বল না হতে বিকাশ,
জীবকে বল না নিতে শ্বাস,
গরুকে বল না খেতে ঘাস,
চমৎকার !